দুটি আসনের অতিগুরত্বপূর্ণ ২৭টি সেন্টার, নির্বাচন সুষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের দুটি আসনে ২১৩টি কেন্দ্র ও ২টি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ২১৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রার্থী ও সকলের সহযোগীতায় এ জেলায় সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত ভোটের আগে যেধরণের অপরাধ ও আশঙ্কা থাকে সেগুলো কিছুই দেখা যায়নি। তাই আমরা মনে করি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আমরা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সেনাবাহিনী লে. কর্ণেল হাসান মাহমুদ সৌরভ, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী নিরাপত্তায় বিজিবির ৯টি প্লাটুন, র্যাবের ৪টি প্লাটুন, ২৫০ জন সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ২৫টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও হেল্পলাইন ৯৯৯ সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, আমরা অতিগুরত্বপূর্ণ (ঝুকিপূর্ণ) হিসেবে দুটি আসনে ২৭টি সেন্টারকে চিহিৃত করেছি। এই

২৭টি সেন্টারে বডি অন ক্যামেরাসহ পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। এছাড়া সকল সেন্টারে যাতে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় সেভাবে আমরা সজাগ আছি।

এদিকে, সকাল থেকে বিভিন্ন সেন্টারে ব্যালটবাক্স, অমোচনী কালীসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুরে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হচ্ছে ব্যালট বক্স ও সরঞ্জাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ব্যালট বক্স, ব্যালট পেপারসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় জেলার তিনটি উপজেলায় একযোগে এ কার্যক্রমের সূচনা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী সরঞ্জাম হস্তান্তর করেন।

এ সময় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বাবু হকসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ২১৩টি।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ভোটার রয়েছেন ৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন এবং ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১২৩টি। অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৯০ জন এবং ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৯০টি।

মেহেরপুরে জেলা ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিম জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন করছে।

পরিদর্শনকালে টিমের সদস্যরা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসহ সব নির্বাচনী কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচন যাতে ভয়মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্যে প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তারা সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বলে জানানো হয়।

এ সময় টিমের সদস্যরা জানান, জেলার কোথাও আইনশৃঙ্খলার অবনতি কিংবা কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কোনো তথ্য বা ঘটনা ঘটলে দ্রুত ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের সদস্যদের জানাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

মেহেরপুরে ভয় আছে, কিন্তু ঘটনা নেই

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুরে ভোটের আগে উত্তেজনা ছিল, তবে তা সীমিত পর্যায়ে। ২০১৮ সালে সেই উত্তেজনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে

ভোটের আগেই নানা এলাকায় সংঘর্ষের গুজব, পোস্টার ছেঁড়া এবং শেষ মুহূর্তের টানটান পরিস্থিতি ভোটারদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবারের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে দেখছেন মেহেরপুরের মানুষ।

এবারের চিত্র ভিন্ন। ভোটের আগে এখন পর্যন্ত কোনো বড় সহিংসতা নেই, প্রকাশ্য উত্তেজনাও চোখে পড়ে না। হামলা, বাড়ি-ঘর ভাংচুর, মিছিলকেন্দ্রিক সংঘাত- সবই প্রায় অনুপস্থিত। প্রশাসনের ভাষায় পরিস্থিতি ‘সম্পূর্ণ স্বাভাবিক’। কিন্তু মেহেরপুর ও গাংনীর অতীতের দুই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলনা করলে এই স্বাভাবিকতাই প্রশ্ন তৈরি করছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভোটের আগে যেসব এলাকায় প্রকাশ্য উত্তেজনা ছিল, সেসব এলাকাতেই এবার ভোটারদের মধ্যে চাপা উদ্বেগ বেশি। বিশেষ করে নারী ও বয়স্ক ভোটাররা বলছেন, আগের নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের মন থেকে যাচ্ছে না। এক ভোটারের ভাষায়, আগে গোলমালটা দেখা যেত, এবার দেখা যাচ্ছে না- এইটাই বেশি ভয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে অনেক প্রার্থী শেষ দিকে প্রকাশ্য প্রচারণা কমিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপত্তা শঙ্কায়। এবারের নির্বাচনে একই আচরণ দেখা যাচ্ছে, তবে আরও নীরবভাবে। কেউ প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন না, কিন্তু রাতের প্রচারণা সীমিত রাখা, চলাচলের রুট বদলানো কিংবা নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এটি দেখাচ্ছে- ঘটনা না থাকলেও সতর্কতা রয়েছে।

তিন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এসেছে তথ্যপ্রবাহে। ২০১৪ সালে গুজব ছড়াত মুখে মুখে, ২০১৮ সালে মোবাইল ফোনে, আর এবারের নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। যদিও এখন পর্যন্ত বড় কোনো অনলাইন উসকানি প্রকাশ্যে আসেনি, তবুও প্রশাসন ও প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অদৃশ্য সতর্কতা কাজ করছে।

সব মিলিয়ে তিন নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন সবচেয়ে শান্ত কাগজে-কলমে। কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভোটারদের পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করতে পারছে না। মেহেরপুরে তাই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সহিংসতা নয়, বরং ভয়হীন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কারণ ইতিহাস বলছে, এখানে ভয় আগে আসে, ঘটনা

পরে।

মেহেরপুরে উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম বিতরণ সম্পন্ন

আর মাত্র একদিন পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। শেষ হয়েছে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা। উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম বিতরণের কাজ সম্পন্ন। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারী) সকালে উপজেলা থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে ভোটের সরঞ্জাম।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারী থেকে উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ বুঝে নেন এসব সরঞ্জাম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এসব সরঞ্জাম তুলে দেন মেহেরপুর-২ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর-১ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার হাতে।

মেহেরপুরে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন ২৩৮ জন পর্যবেক্ষক

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫ অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধিত ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এর অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ২৩৮ জন পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন।

মেহেরপুর-১ আসন (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা) এলাকায় পর্যবেক্ষণের জন্য ১৭০ জন পর্যবেক্ষককে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেঞ্জ এন্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান) থেকে ২০ জন, বিয়ান মনি সোসাইটি থেকে ১০ জন, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) থেকে ৫৬ জন, চারু ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ) থেকে ৩ জন, বিবি আছিয়া ফাউন্ডেশন থেকে ৫ জন, রিসভা-বাংলাদেশ থেকে ৭ জন, বিচরণ কল্যাণ সংস্থা থেকে ১১ জন এবং SCOPE থেকে ৫৮ জন পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসন (গাংনী উপজেলা) এলাকায় ৬৮ জন পর্যবেক্ষককে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) থেকে ৩৭ জন, ব্লুরাল ভিশন (আর.ডি) থেকে ৫ জন, মুক্তির বন্ধন ফাউন্ডেশন থেকে ৫ জন, বিবি আছিয়া ফাউন্ডেশন থেকে ৫ জন, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) থেকে ১০ জন এবং রিসডা-বাংলাদেশ থেকে ৬ জন রয়েছেন।

পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে আমাদের বিপক্ষে অপপ্রচার করা হচ্ছে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান বলেছেন, পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে আমাদের বিপক্ষে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, আমাদের বোনেরা কোরআন হাতে শপথ দিচ্ছে। এ দেশের জনতা কি এসব বিশ্বাস করবে?

তিনি বলেন, এ দেশের জনতা অবস্থান নিয়েছে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে, টেন্ডারবাজদের বিরুদ্ধে এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে। আগামী ১২ তারিখে জনগণ প্রমাণ করে দেবে আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে।

সোমবার বিকেল ৪টার দিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা

শাখার উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা জামায়াতের আমির আরও বলেন, ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের পর্যন্ত মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমরা এটিকে একটি ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করছি। মানুষ যেন স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এবং কে কীভাবে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দখলদারিত্ব করতে চায় তা ক্যামেরার মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা যেত। আপনারা যদি সত্যিই সুষ্ঠু নির্বাচন চান, তাহলে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ দিতে হবে।

বিশাল এই নির্বাচনী গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর শূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানখোলা ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর অভিযানে ০১টি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও এ্যামুনিশন উদ্ধার হয়েছে।
আজ সোমবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।

সেখানে বলা হয়েছে গতকাল রবিবার আনুমানিক রাত ৩টায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে একটি আম বাগানে তল্লাশি চালিয়ে ০১টি বিদেশী পিস্তল, ০২টি ম্যাগাজিন এবং ০২ রাউন্ড পিস্তলের এ্যামুনিশন(গুলি) উদ্ধার করা হয়।

অবৈধ অস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সনাক্ত করতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার সিন্ডিকেট, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নসহ ১৮ দফার অঙ্গিকার

মেহেরপুর-১ আসনের সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান ১৮ দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছেন। আজ সোমবার সকাল ১১ টাই মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ ইশতেহার ঘোষণা করেন।

ইশতেহারে তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ এবং ভাংচুরকৃত মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য পুনঃস্থাপন , সাম্য-মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন, গণ-অভ্যুত্থানের গণআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, কৃষক ও কৃষির জন্য পর্যাপ্ত সার বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সহজে প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং সার সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া এবং সরাসরি কৃষকের থেকে ধান ক্রয় নিশ্চিত, কৃষকের মৌসুমী ফসল পিয়াজ, আলু, ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণাগার নির্মান, সকল প্রকার সরকারি অনুদান যথাযথভাবে বণ্টন নিশ্চিত, চাঁদা ও হাদিয়ার নামে জনগণের নিকট হতে শোষন ও লুটপাট বন্ধের চেষ্টা, স্থানীয় কৃষি (পাট, কলা, পিয়াজ, টমেটো, আম, ইত্যাদি) ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাইটেক (জুস, পানি, ইত্যাদি ফ্যাক্টারী) পুনঃরায় চালু করা, জনগণকে সাথে নিয়ে পুলিশসহ প্রশাসনের ঘুষ-দূর্নীতি বন্ধ, চীন ও জাপানসহ উন্নত দেশের কর্মসংস্থান মূলক বিষয়ে এলাকার যুবক-যুবতীদের টিটিসিতে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, অস্ত্র ও মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে সর্বশক্তি নিয়োগ ও ক্যাসিনো ও অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রশাসনকে নিয়ে শক্ত ভূমিকা গ্রহন, শিশু-কিশোরদের নিয়ে স্কুল পর্যায়ে নিয়মিত কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট সহ দেশীয় বিভিন্ন খোলার আয়োজন, প্রশাসন এর উপরে কঠোর দৃষ্টি, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকারের মাধ্যমে শান্তিমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ, বেকার যুবক-যুবতীতের কর্মসংস্থানের এবং কর্মসংস্থানের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ, মিথ্যা মামলা ও হয়রানী রোধে এবং ভিকটিমদের পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত,পরিবেশ ভালো রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন ও রাষ্ট্রের মাধ্যমে সহযোগীতা।

কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ১২ দফার অঙ্গিকার

মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন ইশতেহার ঘোষণা করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। এসময় জামায়ত, এনসিপির নেতৃবৃন্দও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন ইশতেহারের অংশ হিসেবে তাজ উদ্দিন বলেন, কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদানসহ কৃষিকে আধুনিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৬০ বছরের উর্ধে এবং ৫ বছরের নিচের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার আধুনিকীকরণ, গবেষণা- ভিত্তিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমূখী জনশক্তি গঠণের গুরত্ব দেওয়া হবে।

যুবকরা আপদ নয়, জাতীর সম্পদ, গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা অজর্নের জন্য ২ বছর মেয়াদি ১০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

মেহেরপুর শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় বাইপাস সড়ক

নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর, আমঝুপি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ও মেহেরপুরের ৬টি বিলসহ নদ-নদীগুলোকে নিয়ে পর্যটন জোন তৈরি করা হবে। শিশূদের জন্য বিনোদন পার্ক তৈরি করা হবে।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।